বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৩-২০১৪

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১৩-২০১৪

প্রথম খন্ড

অডিট রিপোর্ট
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
অর্থ বৎসর ঃ ২০১২-২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্র/নং	বিবরণ	পৃঃ নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	-
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
৮.	অডিটের সুপারিশ	৪
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-২৪
	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০ (২)(ক)(খ) বিধি উপেক্ষা করে নাম সর্বস্ব পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিযোগিতাবিহীনভাবে ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করে অনিয়মিত ব্যয়।	৬
	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কোন পত্রিকায় প্রকাশ ছাড়াই ঠিকাদারের সাথে সমঝোতা করে প্রতিটি কাজ একজন ঠিকাদারের উদ্বৃতদর মূল্যায়ন পূর্বক চুক্তি সম্পাদনে বোর্ডের অনিয়মিত ব্যয়।	৭
	ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় নবায়ন না করে ভোগদখলকৃত সময়ের জন্য ইজারা মূল্য আদায় করা সহ অবৈধ দখলে থাকা জমি দখলমুক্ত করা আবশ্যক।	৮
	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি উপেক্ষা করে সরাসরি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত ব্যয়ে আর্থিক ক্ষতি।	৯
	জিও টেক্সটাইলের গুনগতমান পরীক্ষা ব্যতিত নদীর তীর রক্ষা কাজে ব্যবহার করে পরিশোধ।	১০
	অস্বাভাবিক নিম্নদরে কার্যাদেশ প্রদান করায় কাজ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারগণকে পরিশোধ করা হয়েছে।	১১
	পিপিআর/২০০৮ উপেক্ষা করে চুক্তিমূল্যের ১০৪% বেশী/অতিরিক্ত কাজের ভেরিয়েশন জারীর মাধ্যমে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১২
	বাজারদর যাচাই ব্যতিত আনুকূল্য প্রদর্শন করে অস্বাভাবিক উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ প্রদান ও অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	১৩
	পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর অভাবে মূল্যের জমি বেদখল।	১৪
	প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে গাড়ী সরবরাহের ফলে বোর্ডের আর্থিক অপচয় ।	১৫
	ড্রেজিং চার্জ বাবদ বিভিন্ন সংস্থা ও পার্টির নিকট অনাদায়ী।	১৬
	সার্ভে রিপোর্টকৃত মালামাল নিলামে বিক্রয় না করায় বোর্ড রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।	১৭
	সিসিব্লক উৎপাদন অপেক্ষা অতিরিক্ত ডাম্পিং দেখিয়ে মেজারমেন্ট রেকর্ড করতঃ বিল পরিশোধে বোর্ডের ক্ষতি।	১৮
	বোর্ডের ছাড়পত্র ও মন্ত্রণালয়ের আদেশে গঠিত কমিটির সম্পৃক্ততা ব্যতিত জিও টেক্সটাইল ব্যাগ, ল্যায়িং/ডাম্পিং কাজে ঠিকাদারকে অনিয়মিত পরিশোধ।	১৯
	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় ও কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।	২০
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন করে জেলা প্রশাসককে অধিগ্রহণকৃত জমির আনুষাঙ্গিক ব্যয় পরিশোধে পাউবোর ক্ষতি।	২১
	সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ বকেয়া আদায় না করায় বোর্ড রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত।	২২
	ঠিকাদারগণ কর্তৃক অনুমোদিত/নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সমাপ্তিতে ব্যর্থতার কারণে বিলম্ব জরিমানা/লিকুইডেটেড ডেমেজ বাবদ আরোপ ও অনাদায়ে ক্ষতি।	২৩-২৪
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স)(এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ.......................... বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ

(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১২-২০১৩ সালের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অর্ন্তভূক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক চিত্র নয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড তার প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ক্রটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আরো দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগতমান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ............................ বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

<u>প্রথম অধ্যায়</u>
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০ (২)(ক)(খ) বিধি উপেক্ষা করে নাম সর্বস্ব পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিযোগিতাবিহীনভাবে ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করে অনিয়মিত ব্যয়।	২০,১১,৫৬,৬৫০	৬
২.	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কোন পত্রিকায় প্রকাশ ছাড়াই ঠিকাদারের সাথে সমঝোতা করে প্রতিটি কাজ একজন ঠিকাদারের উদ্বৃতদর মূল্যায়ন পূর্বক চুক্তি সম্পাদনে বোর্ডের অনিয়মিত ব্যয়।	৫৩,৬৭,৯৮৫	৭
৩.	ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় নবায়ন না করে ভোগদখলকৃত সময়ের জন্য ইজারা মূল্য আদায় করা সহ অবৈধ দখলে থাকা জমি দখলমুক্ত করা আবশ্যক।	৫৪,৪৮,৮৭২	৮
৪.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি উপেক্ষা করে সরাসরি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত অনিয়মিত ব্যায়।	৩২,৬৮,৬৪০	৯
৫.	জিও টেক্সটাইলের গুনগতমান পরীক্ষা ব্যতিত নদীর তীর রক্ষা কাজে ব্যবহার করে পরিশোধ।	৩,৯৬,১২,৬০০	১০
৬.	অস্বাভাবিক নিম্নদরে কার্যাদেশ প্রদান করায় কাজ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারগণকে পরিশোধ করা হয়েছে।	১০,৯৮,৭১,২২২	১১
৭.	পিপিআর/২০০৮ উপেক্ষা করে চুক্তিমূল্যের ১০৪% বেশী/অতিরিক্ত কাজের ভেরিয়েশন জারীর মাধ্যমে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৩৬,৬৫,৮৭৮	১২
৮.	বাজারদর যাচাই ব্যতিত আনুকূল্য প্রদর্শন করে অস্বাভাবিক উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ প্রদান ও অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	২৯,২৯,০০০	১৩
৯.	পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর অভাবে মূল্যের জমি বেদখল।	১,৮৮,৪০,০০০	১৪
১০.	প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে গাড়ী সরবরাহের ফলে বোর্ডের আর্থিক অপচয় ।	-	১৫
১১.	ড্রেজিং চার্জ বাবদ বিভিন্ন সংস্থা ও পার্টির নিকট অনাদায়ী।	২৬,১৫,১৩৮.১৬	১৬
১২.	সার্ভে রিপোর্টকৃত মালামাল নিলামে বিক্রয় না করায় বোর্ড রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।	১৭৮,১৩,৩৭৪	১৭
১৩.	সিসিব্লক উৎপাদন অপেক্ষা অতিরিক্ত ডাম্পিং দেখিয়ে মেজারমেন্ট রেকর্ড করতঃ বিল পরিশোধে বোর্ডের ক্ষতি।	৭৪,১৩,৫৫১	১৮
১৪.	বোর্ডের ছাড়পত্র ও মন্ত্রণালয়ের আদেশে গঠিত কমিটির সম্পৃক্ততা ব্যতিত জিও টেক্সটাইল ব্যাগ, ল্যায়িং/ডাম্পিং কাজে ঠিকাদারকে অনিয়মিত পরিশোধ।	৪৮৫৩০১৭৭	১৯
১৫.	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় ও কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।	৪,৫৪,৩৭,৭৬০	২০
১৬.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন করে জেলা প্রশাসককে অধিগ্রহণকৃত জমির আনুষাঙ্গিক ব্যয় পরিশোধে পাউবোর ক্ষতি।	১,৩৯,১৭,২৭৭	২১
১৭.	সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ বকেয়া আদায় না করায় বোর্ড রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত।	৪৩,৪৬,১০৩	২২
১৮.	ঠিকাদারগণ কর্তৃক অনুমোদিত/নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সমাপ্তিতে ব্যর্থতার কারণে বিলম্ব জরিমানা/লিকুইডেটেড ডেমেজ বাবদ আরোপ ও অনাদায়ে ক্ষতি।	১০,৮৯,৮৬,৩৭১	২৩-২৪
	সর্বমোট =	**৬৩,৯২,২০,৫৯৮**	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীৰা অর্থবছর	ঃ	**২০১২-২০১৩**
নিরীৰা বছর	ঃ	**২০১৩-২০১৪**
নিরীৰিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, চাঁদপুর। ২. নির্বাহী প্রকৌশলী, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ। ৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, বাগেরহাট। ৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, লালমনিরহাট। ৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, গোপালগঞ্জ। ৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-২, পাউবো, খুলনা। ৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, পিরোজপুর। ৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, যশোর। ৯. পরিচালক সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, পাউবো, ঢাকা। ১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ। ১১. নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচাগার), বিভাগ, পাউবো, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া। ১২. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ফরিদপুর, রাজবাড়ী। ১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-২, পাউবো, ঢাকা, বরগুনা ও সিলেট। ১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া, ঢাকা-১ ও ঢাকা-২। ১৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, যশোর ও বগুড়া। ১৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, মেঘনা-ধনাগোদা, চাঁদপুর ও কুষ্টিয়া। ১৭. নির্বাহী প্রকৌশলীর, পওর বিভাগ, পাউবো, কক্সবাজার, চাঁদপুর, খুলনা-১ ও ২, শরিয়তপুর ও সাতক্ষীরা-১।
নিরীৰার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স বা নিয়মানুগ নিরীক্ষা।
নিরীৰার সময়	ঃ	০৩-১১-২০১৩ হতে ০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীৰা তথ্য সংগ্রহের ধরণ	ঃ	দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনায়ন।
নিরীৰার পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ	**জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, মহাপরিচালক।**

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত দরপত্র প্রকাশ ব্যতিত দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট আদায়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- ড্রেজার ভাড়া ও সেচকর আদায়ে ব্যর্থতা, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
- জিও টেক্সটাইল ব্যাগ ও সিসি ব্লকের মূল্য ও ডাম্পিং কাজের মূল্য অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।
- ডিপিপি অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।
- ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ অনাদায়ী, সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ ব্যতিত বকেয়া বিল পরিশোধ।
- আর্থিক বিধি লংঘন ও কার্যসম্পাদন পূর্বক সরকারের দায়দেনা সৃষ্টি ।
- বাজার দর অপেক্ষা অতি উচ্চমূল্যে প্রাক্কলন তৈরী পূর্বক অর্থ ব্যয় ।
- সরকারি রাজস্ব/ভ্যাট আদায়ে অনীহা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি প্রতিপালনের অনীহা।

অনিয়ম ও ৰতিসমূহের কারণঃ

- উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে, যথাযথ ও বিধি অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করা।
- ড্রেজার ভাড়া ও সেচ কাজের অর্থ/রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে অনীহা।
- পিপিআর/০৮ এর বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।
- সিসি ব্লক, জিও ব্যাগ গণনা, প্লেসিং এবং ডাম্পিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষিত।
- বাজার দরের সাথে সংগতি না রেখে উচ্চমূল্যে প্রাক্কলন তৈরী ও অর্থ ব্যয়।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- রাজস্ব আদায়ে সচেষ্ট হওয়া।
- পিপিআর/০৮ এর বিধি মালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করা।
- আর্থিক, কোডাল বিধি এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও যথার্থতা প্রতিপালনে আরো সচেষ্ট হওয়া।
- বোর্ড/মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক সিসিব্লক ও জিও টেক্স এর কার্যসম্পাদন করা।
- বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অর্থ ব্যয় করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ ঃ ০১

শিরোনাম ঃ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০ (২)(ক)(খ) বিধি উপেৰা করে নাম সর্বস্ব পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিযোগিতাবিহীনভাবে ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করে ২০,১১,৫৬,৬৫০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো চাঁদপুর কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ১৯-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৩-১২-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ এর দরপত্র, প্রাক্কলন, টিইসি এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্পের ডাম্পিং কাজে জিও ব্যাগ সরবরাহ করার জন্য মোট চার (৪) টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বাংলা “দৈনিক সোনার আলো” এবং ইংরেজী “দি নিউজ টু’ডে” পত্রিকায় প্রকাশ করে ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক মোট ২০,১১,৫৬,৬৫০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করে অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট “১”)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০ (২)(ক)(খ) অনুযায়ী দৈনিক সোনার আলো বহুল প্রচারিত ও সর্বজনগ্রাহ্য জাতীয় পত্রিকা নয়। ইহা নাম সর্ব বাংলা পত্রিকা।
- “দৈনিক সোঁনার আলো” একটি অপ্রচলিত ও নাম সর্বস্ব বাংলা পত্রিকা। যা পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০ (২)(ক)(খ) অনুযায়ী কোন মতেই বহুল প্রচারিত ও সর্বজনগ্রাহ্য জাতীয় পত্রিকা নয়। দৈনিক প্রচারের সংখ্যা ৬০৩০ কপি।

- দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচার না হওয়ায় মাত্র চারটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ দেখিয়ে যোগসাজসে প্রত্যেক গ্রুপে একই অর্থাৎ নাম মাত্র ০.০৯% নিম্নদর দিয়ে কাজ ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়া হয়েছে। এতে কোন প্রতিযোগিতা না হওয়ায় দরপত্র সিডিউল কম বিক্রয় এবং রাজস্বও কম আদায় হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরিচালক, প্রচার সেল, পাউবো, ঢাকা হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে অত্র বিভাগের কিছুই করনীয় নাই।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পাউবো, এর নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ও পরিচালক, প্রচার সেল আলাদা কোন সত্বা নয়। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০ (২)(খ) অনুযায়ী ক্রয়কারী বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য সুবিদিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য বহুল প্রচারিত জাতীয় সংবাদপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করবে। কিন্তু অডিটি কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি লংঘন করে শুধুমাত্র সীমিত সংখ্যক দরদাতাকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে নামসর্বস্ব পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। ফলে কার্যকরী প্রতিযোগিতা ছাড়াই ৪টি প্যাকেজেই একই দরে এবং প্রাক্কলিত মূল্যের খুব কাছাকাছি দরে যোগসাজসে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ১৮-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-০৮ এর বিধি নির্দেশ অনুযায়ী ২টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করে নাম সর্বস্ব পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে ব্যয়ের বিজ্ঞপ্তি ব্যাপারে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

শিরোনাম ঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কোন পত্রিকায় প্রকাশ ছাড়াই ঠিকাদারের সাথে সমঝোতা করে প্রতিটি কাজ একজন ঠিকাদারের উদ্বৃতদর মূল্যায়ন পূর্বক চুক্তি সম্পাদনে বোর্ডের ৫৩,৬৭,৯৮৫ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে সুনির্দিষ্ট কাজের বিডি রেজিস্ট্রার এবং সি এস পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় অফিস কর্তৃক ড্রেজার সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি।
- ঠিকাদারের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রতিটি কাজে একজন ঠিকাদার তিনটি নামে একই তারিখে একই ব্যাংকের পরপর তিনটি ক্রমিকে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে দরপত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন।
- ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ ও চুক্তি সম্পাদনে বোর্ডের ৫৩,৬৭,৯৮৫ টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে। **(পরিশিষ্ট-"২")**।
- পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য ও ভৌত সেবা এবং বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের জন্য ক্রয়কারী, আইনের ধারা (৪০) অনুসারে, ক্ষেত্রমত, প্রাক-যোগ্যতা বা তালিকাভূক্তির আবেদন বা দরপত্র আহবান এবং আগ্রহ ব্যক্ত করণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন সরাসরি প্রকাশ করতে হবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধান ৩৩ (২) (খ) অনুযায়ী ক্রয়পত্রে কার্যকর প্রতিযোগিতার অভাব থাকার প্রমান পাওয়া গেলে উক্ত দরপত্র প্রস্তাব বাতিল করা যায় এক্ষেত্রে তাহা প্রতিপালন করা হয়নি।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৪(২) মোতাবেক এলটিএম এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করতে হলে ঠিকাদারের হালনাগাদ তালিকা থাকতে হবে।
- বিধি ৬৪(৩) মোতাবেক কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় প্রত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তথ্য উপাত্তসহ পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় বর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ২৯-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ১০-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে ১৩-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পুনঃ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে উল্লেখ করা হয় এলটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নাই। এলাকার একটি ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকের শাখা না থাকায় একই ব্যাংক হতে পে-অর্ডার সংগ্রহ করা হয়। জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পিপিআর/০৮ এর বিধি ৬৪(৩) মোতাবেক স্থানীয় পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে কিন্তু তা করা হয়নি এবং নারায়ণগঞ্জে শুধুমাত্র জনতা ব্যাংক এর শাখা ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকের শাখা না থাকা অযৌক্তিক। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে ঠিকাদারের সহিত যোগসাজশে বোর্ডের অর্থ অপচয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নিরূপন আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনাম ঃ ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় নবায়ন না করে ভোগদখলকৃত সময়ের জন্য ইজারা মূল্য বাবদ ৫৪,৪৮,৮৭২ টাকা আদায় করাসহ অবৈধ দখলে থাকা জমি দখলমুক্ত করা আবশ্যক।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বাগেরহাট পওর বিভাগ, পাউবো, বাগেরহাট কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২৮-১২-২০১৩ হতে ০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, উক্ত বিভাগাধীন অব্যবহৃত জমি/জলাশয় জনসাধারণ/জেলের নিকট বিভিন্ন সময়ের ০৩/০৫ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ইজারা গ্রহীতাগণ কেহ কেহ ১ম/২য় কিস্তি দেওয়ার পর আর কোন কিস্তি প্রদান করেনি এবং অনেকে চুক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ/শেষ হওয়ার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও নতুনভাবে আর কোন নবায়ন/ইজারা চুক্তি সম্পাদন করেননি এবং নিরীক্ষাধীন অফিস কর্তৃক কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের কোন প্রমাণক নথিপত্রে পাওয়া যায়নি ফলে সরকারের **৫৪,৪৮,৮৭২** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"৩")**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- পাসম/উঃ-১/বিঃব্যাঃ/২ প্র-৪/৯৬/১৪৪ তারিখ-১৪-০৩-১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের ৩২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয় সমন্বিত মৎস্য ও পশু সম্পদ কার্যক্রম (এফসিডিআই) এর আওতাধীন জলাশয়/বরোপিট ইজারা সংক্রান্তনির্দেশনা মোতাবেক ইজারাকৃত প্রতি শতাংশ জমি ৬০/- টাকা হারে রাজস্ব আদায় করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এফ,সি,ডি,আই প্রকল্পের জলাশয় মৎস্য চাষের জন্য ইজারা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ জলাশয় সমূহের ইজারা নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রাজস্ব আদায় পূর্বক অবহিত করা হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ৩০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ২৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে উল্লেখ করা হয় ইজারা অনুমোদনের জন্য পরিচালক ভূমি ও রাজস্ব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া মাত্রই ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত জবাব অনুযায়ী কর্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি এবং পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ১৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তি অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ভোগদখলকৃত সময়ের জন্য বকেয়া ইজারা মূল্য আদায় করাসহ অবৈধ দখলে থাকা জমি দখলমুক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৪

শিরোনাম ঃ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি উপেৰা করে সরাসরি নগদ ক্রয়ের ৰেত্রে সীমাতিরিক্ত ৩২,৬৮,৬৪০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণী ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, লালমনিরহাট কার্যালয়ের ২০১২-১৩ আর্থিক সালের হিসাব ৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৮-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, এম বি, প্রাক্কলন ও দরপত্র ইত্যাদি নিরীক্ষা করে দেখা যায়, পিপিআর/২০০৮ এর বিধি লংঘন করে সরাসরি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে (ডিপিএম) প্রতি ভাউচারে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ৩২,৬৮,৬৪০ টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। **(পরিশিষ্ট ঃ "৪")**
- প্রতি ভাউচারে ১,৯৮,০০০ টাকা হতে ৯,৯১,০৭৯ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পিপিআর/২০০৮ এর বিধি- ৮১ অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি ভাউচারে ২৫,০০০ টাকা করে বৎসরে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাই করিয়া পরবর্তীতে ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব যথাযথ নয়। কারণ নিরীক্ষাকালীন সময়ের মধ্যে কোন কাগজপত্র যাচাই না করে তাঁরা একটি মনগড়া জবাব প্রদান করেন। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮১ এর নির্দেশ অনুসরণ না করে বোর্ডের অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লংঘন করে নিজস্ব ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশোধিত ৩২,৬৮,৬৪০ টাকা আদায় করতঃ অতিরিক্ত পরিশোধের সহিত জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনাম ঃ জিও টেক্সটাইলের গুনগতমান পরীৰা ব্যতিত নদীর তীর রৰা কাজে ব্যবহার করে ৩,৯৬,১২,৬০০ টাকা পরিশোধ।

বিবরণী ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়, পওর বিভাগ, পাউবো, গোপালাগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৩-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, জিও টেক্সটাইল ব্যাগের গুনগতমান পরীক্ষা ব্যতিত নদীর তীর রক্ষা কাজে ব্যবহার করে ঠিকাদারকে **৩,৯৬,১২,৬০০** টাকা পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট ঃ "৫")।**
- দরপত্রের শর্তানুযায়ী জিও টেক্সটাইল ব্যাগের নমুনা বুয়েট হতে গুনগতমান পরীক্ষা করতে হবে এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সন্তোষজনক মানের ভিত্তিতে কাজে ব্যবহার করতে হবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জিও ব্যাগ প্রস্তুত কারকের অবশ্যই আই এস ও (ISO) সার্টিফিকেশন থাকতে হবে।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর ২০-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার নং সিপিসি/২৭৯ মোতাবেক প্রতিটি জিও টেক্সটাইল ব্যাগে সংশ্লিষ্ট টেন্ডারের নাম, প্যাকেজ ও লট নম্বর ও প্রস্তুতের তারিখ ব্যাগের উভয় পাশে অমোচনীয় কালি দ্বারা লেখা থাকতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- রেকর্ড পরীক্ষা পূর্বক জবাব দেওয়া হবে।

নিরীৰা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ মূল জবাবকে এড়িয়ে অসম্পূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে। জিও টেক্সটাইল ব্যাগের গুনগতমান পরীক্ষা ছাড়াই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। সরেজমিনে প্রকল্প স্থান ও স্টোর পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, জিও টেক্সাটাইল ব্যাগে টেন্ডারের নাম, প্যাকেজ ও লট নম্বর এবং প্রস্তুতের তারিখ ব্যাগের উভয় পাশে অমোচনীয় কালি দ্বারা লেখা নেই। তাছাড়া জিও ব্যাগ প্রস্তুতকারকের আই এসও ((ISO) সার্টিফিকেশন নেই এতে প্রতীয়মান হয় যে, নদীর তীর সংরক্ষণ কাজে নিম্নমানের জিও ব্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ২৩-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, জিও টেক্সটাইলের গুনগত মান পরীক্ষা করে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরিশিষ্টে উল্লিখিত ৪টি কাজের মধ্যে ক্রমিক নং-০৩ এর টেস্ট রিপোর্ট সরবরাহ করা হয়। অবশিষ্ট ০৩টি কাজের টেস্ট রিপোর্ট সরবরাহ না করায় উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৯-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন ও অর্থ পরিশোধ করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনাম ঃ অস্বাভাবিক নিম্নদরে ফ্রন্ট লোডিং এর মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করায় কাজ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারগণকে ১০,৯৮,৭১,২২২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বিবরণী ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, গোপালগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৩-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, কার্যাদেশ ও টেন্ডার ডকুমেন্টসসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, অস্বাভাবিক নিম্নদরে কার্যাদেশ প্রদান করায় কাজ গুলো অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে কাজ বাস্তবায়নের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এতে জড়িত টাকা ১০,৯৮,৭১,২২২ **(পরিশিষ্ট ঃ "৬")**
- কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখার পরও ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভূক্ত করা হয়নি, এমননি ক্ষতিপূরণ বাবদ লিকইডেটেড ড্যামেজও আরোপ করা হয়নি।
- পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা ২৭ (ক) মোতাবেক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (২য় সংশোধন) আইন-২০০৬ মোতাবেক ফ্রন্ট লোডিং এর কারনে অথবা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্য কম পরিমানে দরপত্র মূল্য উদ্ধৃত করার ফলে অথবা দরপত্রে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি মত পোষন করলে দরপত্র বাতিল করে পুনঃ দরপত্র আহবান করতে পারেন।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৭(২) মোতাবেক ফ্রন্ট লোডিং অথবা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের কম দরপত্র উদ্ধৃতকরণের ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ২৫% পারফরমেন্স সিকিউরিটি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ১০% হারে রাখা হয়েছে। কাজ গুলো অদ্যাবধি সমাপ্ত করা হয়নি। কাজগুলি চুক্তি মোতাবেক সমাপ্ত না হওয়ায় পারফরমেন্স সিকিউরিটির পরিমাণ ২৫% হবে।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮ (২৩) মোতাবেক দরপত্র দাতা যদি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্য উদ্ধৃত করে দরপত্র দাখিল করে তাহলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য পূনঃ পরীক্ষা করা সহ কম মূল্য উদ্ধৃত করার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান পূর্বক উক্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে বিবেচনা করবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঠিকাদারগণের দরপত্রের ভিত্তিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পিপিআর-২০০৮ এর উল্লেখিত বিধি সমূহকে উপেক্ষা করে অস্বাভাবিক নিম্নদরে কার্যাদেশ প্রদান করায় কাজগুলো অদ্যাবধি অসমাপ্ত রয়েছে। অস্বাভাবিক নিম্নদর হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ টেন্ডার আহবান করা হয়নি। বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত আগস্ট, ১২/২০০৯ এর পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন/২০০৯ এর বিধি-২৭ এর উপবিধি ২ মোতাবেক ফ্রন্ট লোডিং অথবা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্য কম পরিমানে দরপত্র মূল্য উদ্ধৃত কারনের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স সিকিউরিটির পরিমাণ হবে চুক্তিমূল্যের ২৫% ভাগ। কিন্তু এক্ষেত্রে রাখা হয়েছে ১০% ভাগ। ফলে ঠিকাদারগণ ৪৮.৬২%, ৪৭.৯৭% এবং ৪৫.৫৩% নিম্নদরের কাজ ফেলে রেখেছে। এতে প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকাই ক্ষতির সম্মুখীন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ পূর্বক ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ২৩-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বরা হয় ফ্রন্ট লোডিং করা হয়নি। প্রকৃতিক দূর্যোগের কারণে কাজগুলি সমাপ্ত হয়নি। তবে অস্বাভাবিক নিম্নদরের বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৯-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনাম ঃ পিপিআর/২০০৮ উপেৰা করে চুক্তিমূল্যের ১০৪% বেশী/অতিরিক্ত কাজের ভেরিয়েশন জারীর মাধ্যমে ৩৬,৬৫,৮৭৮ টাকা ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-২, পাউবো, খুলনা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ০২-১২-২০১৩ হতে ০৯-১২-২০১৩ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় পওর বিভাগ-২, খুলনার অধীন দাকোপ উপজেলার পোল্ডার নং-৩২ এর নলীয়ান নদীর বামতীরে ডাইক পুনরাকৃতি করণসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ কাজের (কিঃ মিঃ ২.৫০০-কিঃমিঃ ৪.০০০, কিঃমিঃ ০.০০০ হতে ০.৭০০ কিঃমিঃ, কিঃমিঃ, ৩.০০০-৪.০০০ কিঃমিঃ)" দরপত্র, প্রাক্কলন, সংশোধিত প্রাক্কলন, এমবিসহ চূড়ান্ত বিল ভাউচার নং-১১৯ তারিখ ১৯-০৫-২০১৩ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, বর্ণিত কাজটির চুক্তিমূল্য ছিল ৩৫,২৭,৬৫৩.০৫ টাকা। পরবর্তীতে উক্ত কাজের প্রাক্কলন সংশোধনের মাধ্যমে ৪৫,৫৫,৪৮৭/৫৫ টাকা অর্থাৎ অতিরিক্ত = ১০,৩২,৮৩৪.৫০ টাকার ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদিত হলেও চূড়ান্ত বিলে মোট পরিশোধ করা হয়েছে = ৭১,৯৩,৫৩১ টাকা। সুতরাং এক্ষেত্রে বর্ণিত কাজের ঠিকাদার মেসার্স মাইসা ট্রেডার্সকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ৩৬,৬৫,৮৭৮ টাকা যা ছিল চুক্তিমূল্যের চেয়ে ১০৪% বেশী **(পরিশিষ্ট-"৭")**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত) আইনের ৭৪ (৪), ৭৮ (৩) অনুযায়ী ভেরিয়েশন অর্ডার, অতিরিক্ত কার্যাদেশ, পুনরাবৃত্তি ক্রয়াদেশ প্রদানের মূল্য সীমা "মূলচুক্তি মূল্যের ১৫% হতে সর্বোচ্চ ৫০%" পর্যন্ত। কিন্তু আলোচ্য কাজের ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উত্থাপিত অডিট আপত্তির তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিআর/২০০৮ এর আলোকে প্রণীত পাউবোর আর্থিক ক্ষমতা অর্পন -২০০৮ (সংশোধিত/১২ আগষ্ট, ২০০৯) অনুসরণপূর্বক বাঁধ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ কাজের ভেরিয়েশন যথাযথভাবে অনুমোদন গ্রহণ করে কাজ সম্পাদন ও ঠিকাদারকে বিল প্রদান করা হয়েছে। এখানে কোন অনিয়ম করা হয়নি।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পিপিআর-২০০৮ এর সংশোধন ১২/আগস্ট২০০৯ এর মাধ্যমে ভেরিয়েশনের সর্বোচ্চ সীমা ১৫% হতে ৫০% করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত সীমার অতিরিক্ত ১০৪% ভেরিয়েশন করা হয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৪ (৪), ৭৮ (৩) লংঘিত হয়েছে অর্থাৎ ৫০% এর অধিক অতিরিক্ত ভেরিয়েশনের সুযোগ নাই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ১১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ২২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ৫০% এর অধিক ভেরিয়েশন অনুমোদনযোগ্য নয়, ফলে উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ০২-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- অতিরিক্ত কাজের জন্য পৃথক দরপত্র আহবান না করে ৫০% এর বেশী ভেরিয়েশন অনুমোদনের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনাম ঃ পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৩৩ (২) (ক) ও ৯৮ (২৫) উপেৰা করে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় বাস্তব সম্মত হওয়া সত্ত্বেও বাজারদর যাচাই ব্যতিত আনুকূল্য প্রদর্শন করে অস্বাভাবিক উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ প্রদান ও অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ৰতি ২৯,২৯,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, পিরোজপুর কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২৬-১২-১৩ হতে ০২-০১-১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বিল-ভাউচার, কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও কার্যাদেশসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৩৭.৬৫% উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ২৯,২৯,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। **(পরিশিষ্ট-"০৮")**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৩৩ (২) (ক) মোতাবেক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় বাস্তব সম্মত হওয়া সত্ত্বেও সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর অধিক হলে দরপত্র বাতিল করতে হবে। কিন্তু তা করা হয়নি।
- পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৯৮ (২৫) তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে দরপত্র মূল্যায়নের পর যদি পরিলক্ষিত হয় যে, সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রের উদ্বৃতমূল্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য বা নির্ধারিত বাজেট বা উভয়ক্ষেত্র হতে বেশী হয়, তা হলে অবশ্যই বাজারদর যাচাই করে এবং বাজার দরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন হলে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে। অন্যথায় চুক্তি সম্পাদন কিংবা কার্যাদেশ প্রদান করা যাবেনা এবং পুনঃ দরপত্র আহবান করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাজারদর যাচাই না করে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। পুনঃ দরপত্র আহবানের কোন রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করতে পারেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আহবানকৃত দরপত্রটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছিল।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ এক্ষেত্রে জি এফ আর এর ধারা- ১০ ও পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি ৩৩ (২) (ক) ও ৯৮ (২৫) কে উপেক্ষা করে ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান ও অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, মহাপরিচালক, পাউবো কর্তৃক অনুমোদনক্রমিক কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ১১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯

শিরোনাম ঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর অভাবে ১,৮৮,৪০,০০০ টাকা মূল্যের জমি বেদখল।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, যশোর কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ১৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে জমি সংক্রান্ত নথি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন অফিসের অধীনে ৬.২৮ একর বা ৬২৮ শতক জমি প্রতি শতক ৩০,০০০ টাকা হারে (৬২৮×৩০,০০০)=১,৮৮,৪০,০০০ টাকা মূল্যের জমি বেদখল অবস্থায় আছে **(পরিশিষ্ট-" ০৯")**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জিএফআর-২৩ মোতাবেক সরকারি সম্পদের কোন লোকসান হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, ৯২.৭৯ একর জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট জমি দখল মুক্তি করার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে, উহা চলমান প্রক্রিয়া।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। সকল অবৈধ দখলকৃত সম্পত্তি দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ২৫-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে উল্লেখ করা হয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কিছু জমি দখলমুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট জমি দখলের প্রক্রিয়া চলছে। চলমান কার্যক্রম হিসেবে উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- সকল অবৈধ দখলকৃত সম্পত্তি দখলমুক্ত করে তার প্রতিবেদন অডিট অফিসকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-১০

শিরোনাম ঃ প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে ২১টি গাড়ী সরবরাহের ফলে বোর্ডের আর্থিক অপচয় ।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, পাউবো, ঢাকা ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষায় গাড়ী সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গাড়ীগুলো বোর্ডের বাইরের কর্মকর্তাগণকে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে সরকারি নিয়ম নীতি প্রতিপালন করা হয়নি। কারণ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প শেষে প্রাপ্ত গাড়ী সরকারি পরিবহন পুলে জমা করার বিধান রয়েছে । আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি। তাছাড়া কোন বিধি বলে উল্লেখিত গাড়ীগুলো সরবরাহ করা হয়েছে তা অডিটের নিকট উপস্থাপন করা হয়নি।

- উক্ত গাড়ীগুলো বোর্ডের পরিবহন পুলে জমা প্রদান করলে বোর্ড অনেক গাড়ী ক্রয় হতে বিরত থাকতে পারতেন। বোর্ডের পরিবহন পুলে জমা প্রদান না করায় বোর্ডের অর্থের অপচয় হয়েছে (**পরিশিষ্ট-"১০"**)।
- যে সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তা গণকে গাড়ী সরবরাহ করা হয়েছে তারা সকলেই সচিবালয়ের গাড়ী ব্যবহার করছেন।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত অনেক কর্মকর্তাই সার্বক্ষণিক গাড়ী ব্যবহারের আওতায় পড়েন না।
- ঐ সকল গাড়ীতে চালক, জ্বালানী, মেরামত ও ওভারটাইম বিল স্থানীয় বোর্ড কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- সম/পবি/১আ-২/৮৮-৩৬৮ তারিখ-১৬-০৬-১৯৮৮ খ্রিঃ অনুযায়ী সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে বর্ণিত গাড়ীগুলো প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে বোর্ডের বাহিরের কর্মকর্তাগণকে সরবরাহ করে অর্থ অপচয় করা হয়েছে উক্ত সময়ে জনাব এ,বি,এম, এমদাদুল হক,পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয়ের চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে বোর্ডের কাজের স্বার্থে গাড়ী সরবরাহ করা হয়েছে বিধায় আপত্তিটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষিত হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নহে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ১০-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে গাড়ী ক্রয় করে উক্ত গাড়ীগুলি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হবে। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ০৮-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- উক্ত গাড়ীগুলি মেরামত, জ্বালানী ব্যয় ও ওভার টাইম বাবদ কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা নির্ণয় পূর্বক তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অপচয়কৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১

শিরোনাম ঃ ড্রেজিং চার্জ বাবদ বিভিন্ন সংস্থা ও পার্টির নিকট ২৬,১৫,১৩৮ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ, ড্রেজার বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ৩-১১-২০১৩ হতে ১০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন সংস্থা এবং পার্টির নিকট ড্রেজিং চার্জ পাওনা টাকার হিসাব বিবরণীতে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রাইভেট পার্টি সহ সংস্থার নিকট ড্রেজিং চার্জ বাবদ ২৬,১৫,১৩৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। যে কোন রাজস্বের দাবী ও যথাসময়ে আদায়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের উপর অর্পিত রয়েছে (**পরিশিষ্ট-"১১"**)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জিএফআর প্যারা নং-০৮ এ এতদবিষয়ের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য বিভাগ কর্তৃক তার ব্যত্যয় করায় ড্রেজিং চার্জ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ী রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বর্ণিত টাকা আদায়কল্পে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা সময়োচিত কার্যক্রম গ্রহণ না করার কারণেই এত বিপুল পরিমাণ পাওনা টাকা বহুদিন ধরে অনাদায়ী রয়েছে।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ১৫-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয় যে, বকেয়া আদায়ের বিষয়ে পত্র যোগাযোগ চলছে। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- পাওনা রাজস্ব যথাসময়ের আদায় না করে অনাদায়ী রাখার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ বর্ণিত অনাদায়ী টাকা ত্বরিৎ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিটকে নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২

শিরোনাম ঃ সার্ভে রিপোর্টকৃত মালামাল নিলামে বিক্রয় না করায় বোর্ড ১,৭৮,১৩,৩৭৪ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর (সেচাগার), বিভাগ, পাউবো, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া কার্যালয়ের ২০১২-১৩ আর্থিক সালের হিসাব ০৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১১-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে সার্ভে রিপোর্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সর্বমোট ৫৯টি দফায় বিভিন্ন প্রকারের মালামাল নিলামে বিক্রয়ের জন্য ১,৭৮,১৩,৩ ৭৪ টাকা মূল্য ধার্য করার পর অনুমোদনের জন্য বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। অতঃপর এর কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে সার্ভে রিপোর্টকৃত মালামাল দিনে দিনে ভান্ডার থেকে গুনগতমানহ্রাস ও বিনষ্ট হয়ে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে **(পরিশিষ্ট-"১২")**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিপিডব্লিউডি কোডের ১২৯ ও ১৩০ অনুযায়ী পুরাতন মালামাল নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ টাকা বোর্ডের কোষাগারে জমা দিতে হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, সার্ভে রিপোর্টকৃত মালামাল নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্তে সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার পর বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব অর্ন্তবর্তীকালীন। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত মালামাল নিলামে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ২৯-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৬-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- সার্ভে রিপোর্টকৃত মালামাল নিলামে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকা বোর্ডের কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-১৩

শিরোনাম ঃ সিসিবৱক উৎপাদন অপেৰা অতিরিক্ত ডাম্পিং দেখিয়ে মেজারমেন্ট রেকর্ড করতঃ বিল পরিশোধে বোর্ডের ৭৪,১৩,৫৫১ টাকা ৰতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী কার্যালয়ের ২০১২-১৩ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের আওতায় সিএন্ডবি ঘাট এলাকায় কুমরা নদীর চেইঃ ১০০.০০ হতে ৪৫০.০০ মিঃ পর্যন্ত=৩৫০ মিটার নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের চুক্তিপত্র, বিল-ভাউচার, এমবি, ডাম্পিং রেজিস্টার, সিসিব্লক উৎপাদন রেজিস্টার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে রাজবাড়ী বিভাগের বক্সিপুর-সেনগ্রাম Protective Work কাজের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, সিসিব্লক তৈরী ও সরবরাহ, ডাম্পিং কাজের প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, সিসিব্লক উৎপাদন অপেক্ষা অতিরিক্ত ডাম্পিং দেখিয়ে মেজারমেন্ট রেকর্ড করতঃ বিল পরিশোধে বোর্ডের ৭৪,১৩,৫৫১ টাকা ক্ষতি **(পরিশিষ্ট-"১৩")**।।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিসিব্লক উৎপাদন রেজিস্টারে ৪০×৪০×৪০ সেঃ মিঃ সাইজের মোট ১৮,১৫৬ টি ও ৩৫×৩৫×৩৫ সেঃ মিঃ সাইজের মোট ১৭,১৯২ টি সিসিব্লক উৎপাদন করা হলেও এমবিতে যথাক্রমে ৫৫,৬০২ টি ও ৫,৪৩৫ টি সিসিব্লক ডাম্পিং দেখিয়ে মেজারমেন্ট রেকর্ড করতঃ বিল পরিশোধ কর হয়েছে। ফলে বোর্ডের ডাম্পিং বাবদ ১৩,৭৭,০১২ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে ।

- অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী ৪০×৪০×৪০ সেঃমিঃ সাইজের মোট ১,৯৮,৪৫৮ টি এবং ৩৫×৩৫×৩৫ সেঃমিঃ সাইজের মোট ১,৯৭,৪৯৮ টি সিসিব্লক ডাম্পিং করার নির্দেশ থাকলেও যথাক্রমে ২,০৭,৬৫৬ টি এবং ২,০৬,৬৪৮ টি সিসিব্লক ডাম্পিং দেখিয়ে মেজারমেন্ট রেকর্ড করতঃ বিল পরিশোধ করায় ৬০,৩৬,৫৩৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- দুইটি বিভাগে মোট=(১৩,৭৭,০১২+৬০,৩৬,৫৩৯) বা ৭৪,১৩,৫৫১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ এর উপর ভিত্তি করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। নথিপত্র পর্যালোচনান্তে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।
- ঠিকাদারকে এখনও চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়নি। চূড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে নথিপত্র যাচাই বাছাই করে বিল পরিশোধের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের প্রদত্ত জবাবের সাথে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি বিধায় আপত্তিটি নিস্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। সিসিব্লক উৎপাদন রেজিস্টার ও ডাম্পিং রেজিষ্টার যাচাই করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু তা করা হয়নি। এমবিতে স্টক লট এর মালামাল ব্যবহার করার কোন এন্ট্রি ছিলনা।
- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব অনুমোদিত প্রাক্কলনের সাথে সমর্থিত নয় বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। অনুমোদিত প্রাক্কলনে প্রতিমিটারে ৮ টি সিসিব্লক ডাম্পিং এবং ৫টি ষ্টক পাইল করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত সিসিব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে যা অতিরিক্ত।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ, ৩০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ১৮-০৮-২০১৪ খ্রিঃ, ১৫-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২০-০৪-২০১৫খ্রিঃ, ১৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- অতএব, দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত কর আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪

শিরোনাম ঃ বোর্ডের ছাড়পত্র ও মন্ত্রণালয়ের আদেশে গঠিত কমিটির সম্পৃক্ততা ব্যতিত জিও টেক্সটাইল ব্যাগ, ল্যায়িং/ডাম্পিং কাজে ঠিকাদারকে ৪,৮৫,৩০,১৭৭ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-২, পাউবো, ঢাকা, বরগুনা ও সিলেট কার্যালয়ের ২০১২-১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২১-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- এতে দেখা যায় ঠিকাদার কর্তৃক জিও ব্যাগ সাইটে ষ্টাক করার পর বোর্ডের পক্ষে জোনাল প্রধান প্রকৌশলী ও ডিজাইন সার্কেলের প্রতিনিধি কর্তৃক গণনা পূর্বক ল্যায়িং/ডাম্পিং কাজের ছাড়পত্র ছাড়াই এবং স্থানীয় প্রশাসন/ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা ব্যতিত বর্ণিত কাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ২৩,১৭,২২৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরে নদীর তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়ভূক্ত) কাকচিড়া/বন্দর বিশখালী নদীর ডানতীর কিঃমিঃ ০.৪৬২ হতে ০.৬২২ এবং ০.৬২২ হতে ৩০.৬৫৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত সংরক্ষণকৃত দুইটি কাজের মাধ্যমে মোট ১,৪৬,২৭৭টি সিসি ব্লক সরবরাহ ও ডাম্পিং চার্জ বাবদ মোট ৩,০৭,৮৯,২৫৪ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন ব্যতিত ১,৫৪,২৩,৬৯৮ টাকার হার্ডরক/সিসিব্লক ডাম্পিং বিল পরিশোধ করা হয়।
- তিনটি বিভাগে মোট ২৩,১৭,২২৫+৩,০৭,৮৯,২৫৪+১,৫৪,২৩,৬৯৮=৪,৮৫,৩০,১৭৭ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"১৪")**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তরাদেশ নং-৪৩/পাউবো/সচিব/পওর-১২/বিবিধ-৬/২০০৪ তারিখ-২১-২-২০০৫ খ্রিঃ নং চাঁদ মনি/এফ-২২/২৩১ তারিখ-নং-১৬-০৩-২০০৯ খ্রিঃ নং-২৪৫/পাইবো/সচিব/বোর্ড/২ তারিখ-৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পাসম/ও-৫/বিবিধ/৩২/২০০০/৩৬৩ তারিখ-৭-৭-২০০৫ খ্রিঃ পাসম/ও-৫/বিবিধ/৩২/২০০০/৬৯ তারিখ-১৬-৫-২০০৭ খ্রিঃ অনুযায়ী জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ করার পর বোর্ডের প্রতিনিধি কর্তৃক গণনা পূর্বক ল্যায়িং/ডাম্পিং ছাড়পত্রের ভিত্তিতে এবং স্থানীয় প্রশাসন/নির্বাচিত প্রতিনিধির সহায়তায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী গঠিত কমিটির উপস্থিতিতে বর্ণিত ল্যায়িং/ডাম্পিং কার্যসম্পাদন করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বোর্ডের ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিয়ম অনুযায়ী ডাম্পিং কাজ করা হয়েছে এবং ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে।
- যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী ব্লক সরবরাহ ও ডাম্পিং করা হয়েছে।
- টাস্কফোর্স প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। পাউবো নির্দেশ অনুযায়ী টাস্কফোর্স কমিটি তাঁর কর্তৃক জিও ব্যাগ গণনা করে প্রতিটি সাইট রেজিস্টার স্বাক্ষর করবেন। সেই প্রত্যয়ন অনুসারেই জিও ব্যাগ লেয়িং এবং ডাম্পিং করবেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এখানে বোর্ডের ছাড়পত্র ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে।
- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সিসি ব্লক সরবরাহ ও ডাম্পিং এর জন্য মন্ত্রণালয়/বোর্ডের কোন ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি।
- জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে ডাম্পিং পরবর্তী তারিখের যাচাই প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। পরিমাপ বহি ও ডাম্পিং রেজিস্টার সরবরাহ না করায় বিলের তারিখ-(৩০-০৬-২০১৩) বিবেচনায় নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- টাস্কফোর্স কর্তৃক জিও টেক্সটাইল ব্যাগ গণনা ও প্রত্যয়ন ব্যতীত ল্যায়িং/ডাম্পিং কাজে বিল পরিশোধের অবকাশ নেই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ, ৩০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ ও ০৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ ও ১৫-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ ও ০২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ১৫-০৭-২০১৪ খ্রিঃ ও ১৮-০৮-২০১৪ খ্রিঃ, ২০-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ, ১৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ, ২৪-০২-২০১৫খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰা সুপারিশ ঃ

- এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আপত্তিকৃত টাকা আদায় পূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫

শিরোনামঃ ভ্যাট ও আয়কর কম কর্তন ও কর্তৃনকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৪,৫৪,৩৭,৭৬০ টাকার রাজস্ব ৰতি হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া, ঢাকা-১ ও ঢাকা-২ কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ অর্থ বছরের আর্থিক হিসাব ৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি ও বিল/ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে,
- সরবরাহকারী/ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৮৫,১০,২৪৬ টাকা কম কর্তন ও কর্তনকৃত ৩,৬৮,৮২,৫১৪ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। ফলে মোট **৪,৫৪,৩৭,৭৬০** টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-১৫)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৬ (৩) ডোগান/মূসক-বাস্তঃ সেবা ও আবঃ/৯৭ (অংশ-২) তারিখ-১-৮-০১ অনুযায়ী সরবরাহকারীর বিল হতে ৪% হারে ভ্যাট এবং বিধি অনুযায়ী ৩ কোটি টাকার উর্দ্ধের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ৫% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০০৫.২০০৩/৪৪ তারিখ-২২-০৮-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ লংঘন করা হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক /২০১১, তারিখ-১২-১০-২০১১ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং-০১/মূসক/২০১২, তারিখ-২৮-২-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল হতে ৫.৫০% হারে ভ্যাট কর্তন পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। তদ্রুপ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা এবং আয়কর বিধি ১৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তনের বিধান রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পিজিসিবি এর সহিত যোগাযোগ করে রেকর্ডপত্র সংগ্রহ পূর্বক পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- র‌্যাক দপ্তর হতে অবহিত হওয়ার পর পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- নথিপত্র যাচাই করে জবাব পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- ভ্যাটের বিষয়ে জবাব স্বীকৃতিমূলক এবং আয়কর সরকারি কোষাগারে জমার হিসাব ব্যাংক হতে সরবরাহ পূর্বক অডিটকে জানানো আবশ্যক।
- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব অর্ন্তবর্তীকালীন। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে আপত্তি উথাপন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান না করে কালক্ষেপন করেছেন।
- কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়করের টাকা অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ লংঘন পূর্বক কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ১৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ, ২৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ, ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ, ১০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ১০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদী খননের জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প, মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়নি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া, ঢাকা-১ ও ঢাকা-২, ২৯-১০-২০১৪ খ্রিঃ, ২২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ১৫-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৬-০২-২০১৫ খ্রিঃ, ২৫-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- ভ্যাট ও আয়কর আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমার স্বপক্ষে প্রমাণপত্র প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬

শিরোনাম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন করে জেলা প্রশাসককে অধিগ্রহণকৃত জমির আনুষাঙ্গিক ব্যয় বাবদ ১,৩৯,১৭,২৭৭ টাকা পরিশোধে পাউবোর ক্ষতি।-

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, যশোর ও বগুড়া কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে এল এ কেস সংক্রান্ত নথি এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেলা প্রশাসক যশোর এর অনুকূলে ৩টি এল এ কেসের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা প্রদান করা হয় তার মধ্যে আনুষাঙ্গিক বাবদ মোট ১,২০,৯৪,৫২৬ টাকা পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-১৬)।**
- ভূমি হুকুম দখলের ক্ষতিপূরণের অর্থ হতে জেলা প্রশাসক বগুড়ার নামে ৭.৫ হারে আনুষাঙ্গিক খরচের জন্য ১৮,২২,৭৫১ টাকা চেক প্রদান করা হয়েছে।
- ফলে উক্ত দু'টি বিভাগে মোট ১,৩৯,১৭,২৭৭ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যৎনিৎ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ তারিখ-২৫-০১-২০০৭ এর নির্দেশ অনুযায়ী এল এ মামলার ক্ষতিপূরণের টাকার সাথে আনুসাঙ্গিক খরচের ব্যয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে তা করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দাখিল করার পর বিভিন্ন আইনাগত নোটিশ প্রদানের পরে জেলা প্রশাসক প্রাক্কলন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রাক্কলিত সম্পূর্ণ টাকা জেলা প্রশাসককে পরিশোধ করার বিধান আছে। আপত্তির বিষয়টি জেলা প্রশাসক, যশোরকে অবহিত করণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং অডিটকে অবহিত করা হবে।
- বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক প্রাক্কলন ও চাহিদা মোতাবেক আনুষাঙ্গিক খরচের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এর সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমুলক। জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ আনুষাঙ্গিক খরচ জেলা প্রশাসনের নিজস্ব আনুষাঙ্গিক বরাদ্দ হতে খরচ করতে হবে। কিন্তু তা করা হয়নি।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদন হলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের কোন সুযোগ নেই, বিধায় জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ দেয়া অর্থ ফেরৎ গ্রহণ পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আবশ্যক।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, ২৩-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ, ১৬-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ২৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ০১-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হয়েছে, উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ, ০৯-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র উপেক্ষা করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৭

শিরোনাম ঃ সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ বকেয়া ৪৩,৪৬,১০৩ টাকা আদায় না করায় বোর্ড রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, মেঘনা-ধনাগোদা, চাঁদপুর ও কুষ্টিয়া কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২১-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৩-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থের হিসাব পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে সেচ সার্ভিস চার্জ এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫,৩৩,৬২৫ টাকা। উক্ত অর্থ বৎসরে ১০,২৪,৮৬০ টাকা আদায় হয়েছে এবং ৩৫,০৮,৭৬৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। অনাদায়ী অর্থ আদায় না হওয়ায় বোর্ডের বর্ণিত পরিমাণ টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে **(পরিশিষ্ট-১৭)**।
- চুক্তির শর্ত মোতাবেক কাজটি করার জন্য নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিমিটেড এর নিকট হতে সার্ভিস চার্জ আদায় করার কথা উল্লেখ থাকলেও সার্ভিস চার্জ বাবদ ৮,৩৭,৩৩৮ টাকা আদায় না করায় উল্লিখিত অর্থ বোর্ডের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৫ তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং-২ অনুযায়ী টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ব্যাংক সুদ ও অন্যান্য মালামাল বিক্রয়লব্ধ অর্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তহবিলে থেকে যাবে এবং অর্থ বিভাগ থেকে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ গ্রহণের সময় এতদ্ সংক্রান্ত আয় বাদ দিয়ে বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেচ সার্ভিস চার্জ পাউবো'র তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- চুক্তিপত্রের বিশেষ শর্তাবলী-০৮ অনুযায়ী ১৬.৫০ হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের প্যারা-১৭৮ মোতাবেক সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব। অর্থচ তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করেননি।
-

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সার্ভিস চার্জ আদায়ের জোড় তৎপরতা চালানো হচ্ছে। সার্ভিস চার্জ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে।
- জিকে সেচ চুক্তির শর্ত-০৮ (Special Condition) মোতাবেক আরডিপিপি অনুমোদনের পর ১৬.৫০% সার্ভিস চার্জ প্রদান করবে NWPGCL কে ব্যপারে পত্র লেখা হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদনের পরপরই NWPGCL যথারীতি সার্ভিস চার্জ বাবদ অর্থ পরিশোধ করবে বলে প্রকল্প পরিচালক মহোদয় মৌখিকভাবে জানিয়েছেন।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, ৩০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ, ২১-০৫-২০১৪ খ্রিঃ, তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে গত ০১-১০-২০১৪ খ্রিঃ, ২২-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ০৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ, ২৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ, তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থসহ সকল অনাদায়ী অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৮

শিরোনামঃ ঠিকাদারগণ কর্তৃক অনুমোদিত/নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সমাপ্তিতে ব্যর্থতার কারণে বিলম্ব জরিমানা/ লিকুইডেটেড ডেমেজ বাবদ ১০,৮৯,৮৬,৩৭১ টাকা আরোপ ও অনাদায়ে ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, পওর বিভাগ, পাউবো, কক্সবাজার, চাঁদপুর, খুলনা-১ ও ২, শরিয়তপুর ও সাতক্ষীরা-১ কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-১২-২০১৩ হতে ২৪-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ট্রাষ্টফান্ডভূক্ত প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ কাজ সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্র/কার্যাদেশ অনুযায়ী ঠিকাদারগণ কর্তৃক কার্য সমাপ্তির অনুমোদিত সময় সীমার মধ্যে সমাপ্ত না করে কার্য সমাপ্তিত বিলম্ব করা হয়েছে। যে কারণে চুক্তি মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ১০% হারে বিলম্ব জরিমানা/লিকুইডেটেড ড্যামেজ বাবদ ১০,০০,৮৬,৩৭১ টাকা ঠিকাদারগণের উপর আরোপ ও আদায় না করায় ক্ষতি হয়েছে(**পরিশিষ্ট-১৮**)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- টেন্ডার ডকুমেন্টের জিসিসি অনু নং-৪৪.১ এবং পিপিআর রেগুলেশন নং ৩৯ (২৭)(খ) তে ও বিধান দেয়া হয়েছে

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তির আলোকে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুলতার জন্য ঠিকাদারের বিল বকেয়া থাকায় সময়মত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
- উথাপিত অডিট আপত্তির তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতির ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, কাজ সম্পাদনের সময় প্রাকৃতিক দূর্যোগ বন্যা, জলোচ্ছাসের কারণে বর্ধিত সময়ে কার্য সম্পাদন করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক ঠিকাদারকে বিল প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাথমিক কার্যক্রম হিসাবে ঠিকাদারকে সতর্কতামূলক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিস্তারিত জবাব পরবর্তীতে প্রদান করা হবে।
- আগাম বৃষ্টি জনিত কারণে খাল খনন করা বাধাগ্রস্থ হয় এবং কাঁচা রাস্তা কর্দমাক্ত হওয়ায় মালামাল স্লুইস সাইটে নেয়া সম্ভব হয় নি। ফলে কাজগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত হয়নি। ঠিকাদার যথাসময়ে সময় বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু মূল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না হওয়ায় আবেদনগুলো মহাপরিচালক মহোদয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়নি। বর্তমানে প্রকল্পের মেয়াদ ২৪/২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান আছে।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সময় বর্ধিত করণের আবেদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযুক্ত Key Points of Tenders (Works) এর সকল শর্তাবলী মেনে নিয়ে দরদাতাগণ দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। শর্তাবলীর ৮নং শর্তে বলা হয়েছে যে, "অর্থ প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে বিল পরিশোধ করা হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ দাবী বা কাজ বাস্তআয়ন বিলম্বিত করা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।" কাজেই বরাদ্দ অপ্রতুলতার অজুহাতে কাজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে, অডিটি প্রতিষ্ঠানের এ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯ (৪) মোতাবেক ক্রয়কারী কর্তৃক প্রত্যাশিত কার্য সমাপ্তির সময়সীমা বর্ধিত করণের আবেদন প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে উক্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে বিধায় আবেদনপত্র বিবেচনা করার সুযোগ নেই। ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সময় বর্ধনের আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু যথাযথ নিয়মে বৃদ্ধি করা হয়নি। কাজেই আপত্তিকৃত জরিমানার অর্থ আদায়যোগ্য। ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ২৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, ১৮-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, ৩০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, ১১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, ২৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ, ২১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-০৫-২০১৪ খ্রিঃ, ০৫-০৫-২০১৪ খ্রিঃ, ২১-০৫-২০১৪ খ্রিঃ, ২৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ, ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ, ২৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ২৬-০৬-২০১৪ খ্রিঃ, ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, চাঁদপুর, সাতক্ষীরা-১ এর মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়নি এবং কক্সবাজার, খুলনা-১ ও খুলনা-২, শরীয়তপুর, কার্যালয়ের গত ২২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ০২-১০-২০১৪ খ্রিঃ, ২২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ, ১৫-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ০৬-০১-২০১৫ খ্রিঃ, ২৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ, ০২-০২-২০১৫ খ্রিঃ, ২৩-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণের বিল হতে কর্তন/সমন্বয় করাসহ বর্ণিত অতীব জরুরী কাজগুলো অনুমোদিত সময় সীমার মধ্যে সমাপ্তিতে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।